হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

শোকাবহ আগস্ট-২০২৩ উপলক্ষ্যে

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর **প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান** প্রদত্ত

শোক বার্তা

শোকের স্মৃতি নিয়ে বছর ঘুরে ফিরে এলো শোকাবহ আগস্ট। ১৯৭৫ সালে এ মাসের ১৫ তারিখে বাঙালি জাতি হারিয়েছিল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান ইতিহাসের মহানায়ক, বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এ দিনটি মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের কালিমালিপ্ত বেদনাবিধুর এক শোকের দিন। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট নরপিশাচরূপী খুনিরা শুধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ করতে ঘৃণ্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে দীর্ঘ ২১ বছর বাঙালি জাতি বিচারহীনতার কলঙ্কের বোঝা বহন করতে বাধ্য হয়। ১৯৯৬ সালে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে এ বিচারের উদ্যোগ নেয়া হয়। নিয়মতান্ত্রিক বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি ঘাতকদের ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, বাঙালি জাতির পিতা। তিনি চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন, জাতির পিতার সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তাঁরই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে জয় করে বিশ্বসভায় একটি উন্নয়নশীল, মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল।

১৫ আগস্ট ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম এ হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর প্রিয় সহধর্মিণী মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, দ্বিতীয় পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শিশু শেখ রাসেল, একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বেগম আরজু মণি, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক ও জাতির পিতার ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার ছোট মেয়ে বেবী সেরনিয়াবাত, কনিষ্ঠ পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, ভাইয়ের ছেলে শহীদ সেরনিয়াবাত, আবদুল নঈম খান রিন্টু, বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা অফিসার কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ ও কর্তব্যরত অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী শাহাদত বরণ করেন।

জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর আদর্শচর্চা, তাঁর মানবিক দর্শন নিয়ে আলোচনা করার কোন পরিবেশ ছিল না কয়েক বছর। আগামী দিনের ভবিষ্যৎ শিশু-কিশোরদের দুই দশক ধরে জানতে দেয়া হয়নি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস। শুধু বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করাই নয়, নানাভাবে তাঁর সম্পর্কে অপপ্রচারও শুরু করা হয়। তাঁর অবদানকে খাটো করা শুরু করে একটি চক্র। তবে তাদের সেই অপচেষ্টা সময়ের বিবর্তনে নস্যাৎ হয়ে যায়।

৭৫'র আগস্টে বিদেশে অবস্থান করার কারণে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। তিনিই একমাত্র মানুষ, যিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন, স্বপ্ন দেখাতে জানেন, স্বপ্ন বাস্তবায়নের যোগ্যতা ও ক্ষমতা রাখেন। তাঁর হাত ধরে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে দুর্বার গতিতে। বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নের স্বীকৃতি এসেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা 'সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ' এবং সর্বশেষ প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল- ২০২২' প্রতিবেদন থেকে। এই প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপে বাংলাদেশকে ২০২০ সালের সূচকে বিশ্বের ১৯৬টি দেশের মধ্যে ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি

ভবিষ্যদ্বাণী করে আরও বলা হয়েছে, আগামী ২০৩৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ বলেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হতে যাচ্ছে। এর মূলেই রয়েছে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যতা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানীমূখী শিল্পায়ন, ১০০ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, রপ্তানী আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বলিষ্ট নেতৃত্বে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে পরিচিত করেছে আত্মমর্যাদাশীল এক বীরের জাতি হিসেবে। বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় অগ্রগতি অর্জনের পরিষ্কার ধারণা উঠে এসেছে জাতিসংঘের প্রতিবেদনেও। বিশ্বের নীতিনির্ধারণী এই আন্তর্জাতিক সংস্থার দৃষ্টিতে বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তকমা ঘুচিয়ে উন্নয়নশীল দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগানো একটি রাষ্ট্র যে রাষ্ট্র আজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

পরিশেষে, হাবিপ্রবি পরিবারসহ সকলের প্রতি আমার আহ্বান, আসুন ব্যক্তিস্বার্থ ও সংঘাত পরিহার করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নে আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ব্রতি হই।

প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান
ভাইস-চ্যান্সেলর, হাবিপ্রবি